নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ পৃ: ১১৩-১১১৫
© ২০১২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মিলফোর্ড বেটম্যান*

# ক্ষুদ্রঋণ যে অকেজো তা এখন প্রতিষ্ঠিত

অনুবাদঃ রাশেদা আখতার

লাভজনক অনানুষ্ঠানিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্য ছোট অংকের ঋণ- ক্ষুদ্রঋণের এই ধারণাকেই আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায় গত ত্রিশ বছর ধরে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অনুন্নয়ন নিরসনের নিজস্ব প্রতিকার হিসেবে দেখে আসছে। বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুস এর আগ্রহ ও কাজের ফলে বাংলাদেশ ফলপ্রসুভাবে ক্ষুদ্রঋণ ধারণার বৈশ্বিক 'পরীক্ষাক্ষেত্রে' পরিণত হয়েছিল। বিরাট সব ঘটনার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা করেছিলেন যে আর এক প্রজন্মের মধ্যেই দারিদ্র্য সমূলে উৎপাটন করা যাবে, দারিদ্র্যের পুরো ধারণারই স্থান হবে 'জাদুঘরে', যেখানে শিশুরা শিক্ষা সফরে গিয়ে দেখবে যে এত হইচই আসলে কী নিয়ে ছিল। এমন লোভনীয় এবং অনুমান-অনুযায়ী সফল 'দরিদ্রদের কর্তৃক এবং দরিদ্রদের জন্য পুঁজিবাদ' এর প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় আন্ত র্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো, ইউ এস সরকার এবং বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল দ্রুতই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রায় ৩০ বছরের মাঠকর্মের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার পর বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে ড. ইউনূস স্পষ্টতই ভুল ছিলেন। বিভিন্ন স্বাধীন বিশ্লেষক, প্রতিষ্ঠান এমনকি ক্ষুদ্রঋণের দীর্ঘকালীন সমর্থকরাও এখন এ বিষয়ে একমত।[১]

প্রতিবেশী ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের সাম্প্রতিক ক্ষুদ্র অর্থায়ন- ধ্বসের দিকে নজর দেই। ব্যাপক অনিয়ম এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর হর্তাকর্তাদের সুস্পষ্ট লোভ ও 'দ্রুত বড়লোক হোন' মনোভাবের ফলে এক ধরনের ওয়াল স্ট্রিট সৃষ্টি করেছে যা এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন-শিল্পায়নের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে। দু' একজন যেমন বিক্রম আকুলা আকর্ষণীয়ভাবে ধনী হয়ে গিয়েছেন ক্ষুদ্রঋণ কারখানার সাথে তাদের সংযোগের জন্য, কিন্তু দরিদ্রদের জন্য, বিশেষ করে যারা এখন ঋণভারে আক্রান্ত ব্যাপারটা 'কেবল কষ্টই করে যাওয়া, অথচ কোনো কেষ্ট না পাওয়া'র মত। (http://indian-microfinance-future.com)

কিন্তু এমন কেন যে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রঋণ কারখানাগুলো ইতিবাচক কোনো দীর্ঘমেয়াদি স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সৃষ্টি করতে পারেনি? ইতিহাস দেখায় যে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফলভাবে গড়ে উঠেছে ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি, আবিষ্কার, সাংগঠনিক নিয়ম-নীতির ব্যবহার ও উন্নয়ন করতে পারে, এবং ফলপ্রসূভাবে অন্যান্য উদ্যোগ ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করতে

---

* ডক্টর মিলফোর্ড একজন মুক্ত পরামর্শক, অর্থনীতির অধ্যাপক এবং '*Why Doesn't Microfinance Work? The Destructive Rise of Local Neoliberalism* গ্রন্থের রচয়িতা।

পারে। এক্ষেত্রে চুক্তির ধরন হয় খাড়াখাড়ি এবং যোগাযোগ ও গুচ্ছ-ব্যবস্থাপনার ধরন হয় উলম্ব।[২]

যাই হোক, উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে সকল সম্প্রদায় ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনের 'হোলিগ্রেইল' খুঁজছিলেন এবং পেয়েও যান, অর্থাৎ কিনা প্রত্যেক দরিদ্র ব্যক্তি সহজে ক্ষুদ্রধারের (microloan) সুযোগ পাবে, তারা কিন্তু ভিন্ন চিত্রই দেখেছিলেন। স্থানীয় অর্থনৈতিক সাফল্য দেখার পরিবর্তে বরং তারা ক্ষুদ্র উদ্যোগের আসা-যাওয়ার ফাঁদে পড়ে যায়। ফলে তৈরি হয় ক্রমবর্ধমান অপ্রাতিষ্ঠানিক গতিশীলতা, মাত্রাতিরিক্ত প্রতিযোগিতা এবং স্ব-শোষণ (বিশেষ করে দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে)। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্রউদ্যোগ-ক্ষেত্রে ক্রমনিম্নগামী প্রান্তিক মজুরি এবং আয়, ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত ঋণগ্রস্ততা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। ঋণগ্রহীতা সমগ্র বিষয়টিকে কেন্দ্র করে টিকে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। সহজভাবে বলা যায় যে, পারস্পরিক ধ্বংসাত্মক স্থানীয় উন্নয়নের আবর্তনে ক্ষুদ্রঋণ মূলত দীর্ঘমেয়াদি সফল স্থানীয় অর্থনীতি নির্মাণের প্রয়াসকে ব্যর্থ করে।

ক্ষুদ্রঋণ-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে দুঃখজনক প্রতিফলন এশিয়াতেই দৃশ্যমান, আমাদের বাংলাদেশের চাইতে দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী খ্যাতনামা গ্রাম জোবরার দিকে তাকালেই চলে। জোবরা থেকেই মোহাম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংকের সূত্রপাত, এবং বৈশ্বিক ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু ১৯৭০ এর শেষদিক থেকেই ক্ষুদ্রঋণের অদ্বিতীয় প্রাপ্যতা থাকা সত্ত্বেও জোবরা এবং প্রতিবেশী গ্রামগুলো দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অনুন্নয়নে নিমজ্জিত। ছোট অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষুদ্রউদ্যোগগুলো সম্প্রসারিত হতে পারে না, নতুন কিছু তৈরি করতে পারে না, স্থানীয় অর্থনীতিতে কোনো ফলপ্রসূ প্রভাবও ফেলতে পারে না। ছোট আর দুর্বল ক্ষুদ্রপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

বেশিরভাগ অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষুদ্রউদ্যোগ অল্প কয়েক মাস বা বছরে ধ্বসে পড়ে। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা মানে উদ্যোক্তা তার সঞ্চয়, গৃহস্থালির সরঞ্জাম, জমি ইত্যাদি হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়া (অনেক সময় ঋণ ফেরত দেবার প্রক্রিয়ায় পড়ে)। বোকার মতো ক্ষুদ্রউদ্যোগে জড়িয়ে পড়ার ফলশ্রুতিতে অনেক দরিদ্র পরিবার অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং সামাজিক সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। ক্ষুদ্রঋণের সর্বব্যাপিতার কারণে একটি নতুন সামাজিক সমস্যা জোবরা এবং তার আশেপাশের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে- ব্যক্তিগত অধিক ঋণগ্রস্ততা।

দুঃখজনকভাবে স্থানীয় অর্থায়ন ব্যবস্থা থেকে যেকোনো সহযোগিতা পেতেও বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলো ব্যর্থ হয়। আত্ম-কর্মসংস্থান, অ-উৎপাদক স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং অ-আনুষ্ঠানিক যোগসূত্র বৃদ্ধি পায় ফান্ড এর স্থানীয় গতিশীলতার কারণে। আরও সম্প্রতি, এমনকি আরও খারাপ বিষয় হচ্ছে, এসব অর্থ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয় যার ফলে অনানুষ্ঠানিক ব্যবসার চেয়ে এর স্থানীয় অর্থনীতির উপর প্রভাব আরও কম এবং পরিণতিতে দেখা দিচ্ছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অধিক ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ার প্রপঞ্চটি। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণের অপ্রতিরোধ্য ব্যাপ্তি ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ,

ঠিক যেমনটি সম্প্রতি পশ্চিমা বলকানে আমরা ঘটতে দেখলাম, (http://www.kpbooks.com/Books/BookDetail.aspx?productID=236319) অবধারিত ভাবে আর্থিক সম্পদ এবং নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ গিলে ফেলছে যা কিনা অন্য পরিস্থিতিতে জরুরি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে সহায়তা করবার দিকে ধাবিত হতে পারত।

গত ত্রিশ বছরে ক্ষুদ্রঋণ এর কোনো ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায় নি, এর কার্যকরী অনুমোদন পাওয়া গেছে গত মাসে, ক্ষুদ্রঋণের ওপর ইউকে সরকারের অর্থায়নে একটি নিয়মতান্ত্রিক পুনর্মূল্যায়নে 'What is the evidence of the impact of microfinance on the well-being of poor people?' এই নথিটি ক্ষুদ্রঋণ মডেল এর পৰে আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায়ের সমর্থক এবং মোহাম্মদ ইউনুসের দাবি খন্ডন করে। পুনর্মূল্যায়ন কমিটির উপসংহারও ছিল বিস্ফোরক - ক্ষুদঅর্থায়ন নিয়ে বর্তমান আগ্রহের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে বালুচরে (পৃষ্ঠা ৭৫)। ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হবার ত্রিশ বছর পর পুনর্মূল্যায়ন কমিটি কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পায়নি যে সামগ্রিকভাবে ক্ষুদ্রঋণের কোন ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ইউকে গবেষণায় বলা হয়েছে যে ক্ষুদ্রঋণ হচ্ছে একটা মরীচিকা। (http://bdnews24.com/details.php?id=203518&cid=2)

তাই স্পষ্টত এটা পরিষ্কার যে মুহাম্মদ ইউনুস এবং তার আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সম্প্রদায়ের সমর্থক দলের ধারণা ভুল। অপ্রীতিকর বাস্তবতা হচ্ছে টেকসই স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবর্তন সর্বত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষুদ্রঋণের সম্পসারণের কারণে। এৰেত্রে ব্যর্থ ইউনুস-ধরনের ক্ষুদ্রঋণ এবং অ-আনুষ্ঠানিক ক্ষুদ্রউদ্যোগের মিথের পরিবর্তে আমাদের জরুরি ভিত্তিতে ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ-ক্ষেত্রের ভূমিকা পুনরাাবিষ্কার ও পুনর্বৈধ করা প্রয়োজন।

আর এটা করতে হলে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে নানান ধরনের সামাজিক মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেগুলো সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করতে পারবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে, যেমন কিনা আর্থিক সমবায়, ঋণ সমিতি, বিল্ডিং সোসাইটিজ, সামাজিক উদ্যোগের পুঁজি তহবিল এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। এসব বদল ঘটানো নিঃসন্দেহে যেকোনো জায়গাতেই একটা কঠিন কাজ হিসেবে প্রমাণিত হবে, এবং এটা করতে দরকার পড়বে যথেষ্ট পরিমাণে গভীর আত্মানুসন্ধান, নানান রকম প্রতিবন্ধকতা, অনিচ্ছাকৃত চাকরি-বদল, এবং অধিকন্তু বাড়তি আর্থিক সম্পদও।

তবে গ্রামীণ ব্যাংক ধাঁচের ব্যর্থ ক্ষুদ্রঋণ মডেলের প্রতি অন্ধবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা এখন কোনোক্রমেই আর বাস্তবানুগ বিকল্প নয়।

---

১। (http://www.booksforchange.info/PopWhy%20Doesnt%20Microfinance.html)

২। http://www.amazon.com/Things-They-Dont-About-Capitalism/dp/16081916